মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার ও অবৈধ পাচারবিরোধী আন্তর্জাতিক দিবস ২০২৩

PEOPLE FIRST
stop stigma and discrimination,
strengthen prevention

মানুষই মুখ্য।
মাদককে না বলুন,
শক্তিশালী প্রতিরোধ গড়ে তুলুন।

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর
সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

বিশেষ ক্রোড়পত্র। ২৯ জুলাই ২০২৩। ১৪ শ্রাবণ ১৪৩০। সহযোগিতায় : তথ্য অধিদফতর (পিআইডি) এবং চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদফতর, তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়।

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
বঙ্গভবন, ঢাকা।

বাণী

মাদকমুক্ত বাংলাদেশ গড়ার দৃঢ় প্রত্যয় নিয়ে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর কর্তৃক বিশ্বের অন্যান্য দেশের ন্যায় বাংলাদেশেও জাতিসংঘ ঘোষিত মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার ও অবৈধ পাচারবিরোধী আন্তর্জাতিক দিবস-২০২৩ পালনের উদ্যোগকে আমি স্বাগত জানাই।

মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার ও অবৈধ পাচার একটি বৈশ্বিক সমস্যা। মাদক উৎপাদনকারী দেশ না হওয়া সত্ত্বেও ভৌগোলিক কারণে বাংলাদেশের তরুণ সমাজ মাদকের বড়ো ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে। বাংলার তারুণ্যের রয়েছে সংগ্রাম, প্রতিবাদ ও মুক্তিযুদ্ধ জয়ের ইতিহাস। সেই তারুণ্যকে মাদকের ছোবল থেকে বাঁচাতে পরিবারসহ সমাজের সব শ্রেণি-পেশার মানুষকে এক হয়ে ভূমিকা রাখতে হবে। ছোট থেকেই সন্তানদের সৎসঙ্গ ও সুকর্মের সুপরামর্শ দিয়ে সচেতন করতে হবে। পারিবারিক অশান্তি ও বিশৃঙ্খলা থেকেও সন্তানদের মানসিকতার বিপর্যয় হতে পারে, তাই সেদিকেও সকলকে লক্ষ্য রাখতে হবে। স্মার্ট সিটিজেন হিসেবে যুবসমাজকে তৈরি করতে নিয়মিত লেখাপড়া, খেলাধুলা, সংস্কৃতি চর্চার পাশাপাশি তাদেরকে মাদক থেকে দূরে রাখা অত্যন্ত জরুরি বলে আমি মনে করি।

মাদকমুক্ত সমাজ গঠনে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ঘোষিত মাদকের বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্স নীতির কার্যকর প্রয়োগে সমাজের সর্বস্তরের জনসাধারণকে একাত্ম করতে হবে। যুবসমাজকে মাদকের ভয়াল ছোবল থেকে নিরাপদ রাখার মাধ্যমে স্মার্ট বাংলাদেশ রূপায়ন করা সম্ভব। আমি মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে এ বিষয়ে অধিকতর কার্যকর ভূমিকা রাখার আহ্বান জানাই।

আমি মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার ও অবৈধ পাচারবিরোধী আন্তর্জাতিক দিবস ২০২৩ উপলক্ষ্যে গৃহীত সকল কর্মসূচির সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা।
খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মোঃ সাহাবুদ্দিন

মন্ত্রী
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

বর্তমানে মাদকাসক্তি শুধু বাংলাদেশ নয়, বিশ্বব্যাপী একটি মারাত্মক সামাজিক ব্যাধি হিসেবে দেখা দিয়েছে। মাদকের ক্ষতিকর দিকগুলো বিবেচনায় নিয়ে মাদকের চাহিদা হ্রাস, সরবরাহ হ্রাস এবং ক্ষতি হ্রাসে বাংলাদেশসহ বিশ্বব্যাপী নানামুখী উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ১৯৮৮ সাল হতে প্রতি বছর ২৬ জুন সারাবিশ্বে মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার ও অবৈধ পাচারবিরোধী আন্তর্জাতিক দিবস হিসেবে পালন করা হচ্ছে। আমরাও যথাযথ গুরুত্বের সাথে দিবসটি পালন করে আসছি এবং এবছরও আমাদের দেশে বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে দিবসটি উদ্‌যাপন করা হচ্ছে।

বাংলাদেশে কোন মাদক উৎপন্ন হয় না। কিন্তু ভৌগলিকভাবে বিশ্বের দুটি বৃহৎ মাদক বলয় গোল্ডেন ট্রায়াঙ্গেল ও গোল্ডেন ক্রিসেন্ট এর মধ্যবর্তী স্থানে বাংলাদেশের অবস্থান হওয়ায় তাদের প্রভাবে বাংলাদেশে অবৈধ মাদকদ্রব্যের প্রবাহ বৃদ্ধি পেয়েছে। আর এসব মাদকদ্রব্য মাদক চোরাকারবারীদের মাধ্যমে দেশে অনুপ্রবেশ করছে এবং এর ফলে সমাজের একটি অংশ বিশেষ করে যুব সমাজ মাদকাসক্ত হয়ে পড়ছে। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী মাদকের বিরুদ্ধে " জিরো টলারেন্স " ঘোষণা করেছেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর এ নির্দেশনা বাস্তবায়নে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর এবং অন্যান্য আইন প্রয়োগকারী সংস্থার কঠোর নজরদারি ও মাদকবিরোধী প্রচারণা কার্যক্রম বহুলাংশে বৃদ্ধি পাওয়ার কারণে বর্তমানে মাদক পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রয়েছে।

মাদকবিরোধী প্রচার কার্যক্রমের আওতায় দেশের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মাদকবিরোধী কমিটি এবং সকল উপজেলায় স্বেচ্ছাসেবী কমিটি গঠন করা হয়েছে। এতে সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের ছাত্র, শিক্ষক এবং জনপ্রতিনিধি, পেশাজীবী, ধর্মীয় নেতা, মিডিয়া ব্যক্তিত্বসহ সকল শ্রেণি পেশার মানুষকে সম্পৃক্ত করা হয়েছে। মাদকের ক্ষতি হ্রাসে মাদকাসক্তদের চিকিৎসা ও পুনর্বাসন কার্যক্রমের মানোন্নয়নে বেসরকারি নিরাময় কেন্দ্র সমূহে অনুদান প্রদান করা হচ্ছে। ঢাকাস্থ কেন্দ্রীয় মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র সম্প্রসারণ ও আধুনিকীকরণের প্রকল্প গ্রহণ করে ইতিমধ্যে কাজ শুরু করা হয়েছে। পাশাপাশি ৭টি বিভাগীয় শহরে ২০০ শয্যাবিশিষ্ট মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র স্থাপনের কাজ চলছে। মাদক আপরাধ দমনে বিজিবি, র‍্যাবসহ বিভিন্ন বিশেষায়িত বাহিনী নিয়ে টাস্কফোর্স অভিযান পরিচালনা করা হচ্ছে। মাদক চোরাচালানকারীদের বিরুদ্ধে গোয়েন্দা নজরদারি বাড়ানো হয়েছে। অবৈধ মাদক ব্যবসার মাধ্যমে অর্জিত সম্পদ বাজেয়াপ্তের লক্ষ্যে মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইনের আলোকে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা হচ্ছে। নোডাল এজেন্সি হিসেবে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের কর্মকর্তা কর্মচারীদের দক্ষতা ও কর্মসম্পাদনের সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে মর্ডানাইজেশন অব ডিএনসি গ্রহণ করা হয়েছে। পাশাপাশি আধুনিক প্রশিক্ষণ একাডেমি স্থাপনের কাজ চলছে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ঘোষিত উন্নত ও স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ে তোলার লক্ষ্যে এবং বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা বিনির্মাণের জন্য দেশের মানুষকে বিশেষ করে যুব সমাজকে মাদক থেকে দূরে রাখতে হবে।

আমি মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার ও অবৈধ পাচারবিরোধী আন্তর্জাতিক দিবস উপলক্ষ্যে গৃহীত সকল কর্মসূচির সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা-জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

আসাদুজ্জামান খান, এমপি

সচিব
সুরক্ষা সেবা বিভাগ
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

মাদকমুক্ত বিশ্ব প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ১৯৮৮ সাল হতে প্রতিবছর জাতিসংঘ ঘোষিত "মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার ও অবৈধ পাচারবিরোধী আন্তর্জাতিক দিবস" পালিত হয়ে আসছে। তারই ধারাবাহিকতায় এ বছরও দিবসটি যথাযথ মর্যাদায় উদ্‌যাপন করা হবে।

মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার ও অবৈধ পাচার বিশ্বব্যাপী এক ভয়াবহ সমস্যা ও অভিশাপ হিসেবে পরিগণিত হয়ে আসছে। মাদকের সর্বগ্রাসী আগ্রাসন থেকে বিশ্বের কোন দেশই আজ মুক্ত নয়। মাদকের ভয়াল থাবার কারণে বিশ্বব্যাপী তারুণ্যের বিকাশ ও আলোকিত উন্নয়নের পথ আজ কঠিন চ্যালেঞ্জের মুখে দাঁড়িয়েছে। মাদক আমাদের যুব সমাজকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিচ্ছে প্রতিনিয়ত; আমাদের সমাজের স্থিতিশীলতা, নৈতিকতা এবং সামগ্রিক উন্নয়নকেও বাধাগ্রস্থ করছে। বিশেষ করে, দেশের সম্ভাবনাময় তরুণ সমাজের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ মাদক ঝুঁকিতে অবস্থান করছে। মাদকাসক্তির ক্রমবৃদ্ধির কারণে জনস্বাস্থ্য, অর্থনীতি, শিক্ষা ব্যবস্থা এবং আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতিসহ রাষ্ট্রের উন্নয়ন কার্যক্রম ব্যাহত হচ্ছে। বাংলাদেশ মাদক উৎপাদনকারী দেশ না হলেও ভৌগোলিক অবস্থানের কারণে বাংলাদেশকে অবৈধ মাদক পাচারের ট্রানজিট হিসেবে ব্যবহারের অপপ্রয়াস চালানো হচ্ছে।

মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার ও অবৈধ পাচাররোধে বর্তমান সরকার দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। তাই সরকার মাদকের বিরুদ্ধে শূন্য সহিষ্ণুতা নীতি নিয়ে কাজ করে যাচ্ছে। সরকারের গৃহীত পরিকল্পনা ও কার্যক্রমের মাধ্যমে এ নীতির প্রতিফলন ঘটানো হচ্ছে। মাদকের ভয়াবহ আগ্রাসন থেকে রক্ষা, সমন্বিত ও ফলপ্রসূ উপায়ে যৌথ অভিযান পরিচালনা এবং মাদকাসক্ত ব্যক্তিদের চিকিৎসার আওতায় আনার লক্ষ্যে প্রথমবারের মতো একটি সমন্বিত কর্মপরিকল্পনা (**Comprehensive Action Plan**) প্রনয়ণ করে চূড়ান্তকরণ ও বাস্তবায়নের জন্য দেশের সকল বিভাগ, জেলা ও অধিকাংশ উপজেলায় কর্মশালা সম্পন্ন করা হয়েছে। মাদকের বিস্তাররোধে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, বাংলাদেশ পুলিশ, র‍্যাব, বিজিবি, কোস্টগার্ডসহ আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারীবাহিনী এবং মাঠ প্রশাসন সম্মিলিতভাবে সর্বোচ্চ পেশাদারিত্বের সাথে কাজ করছে।

মাদক নির্মূলে প্রয়োজনীয় জনসচেতনতা ও জনসম্পৃক্ততা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সারাদেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে গঠিত মাদকবিরোধী কমিটি নিয়মিত আলোচনা সভা ও সেমিনারের আয়োজন করছে। মসজিদের ইমামগণের মাধ্যমেও গণসচেতনতা সৃষ্টি করা হচ্ছে। প্রিন্ট, ইলেকট্রনিক ও সোশ্যাল মিডিয়াতে নিয়মিত মাদকবিরোধী প্রচার, বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থানে বিলবোর্ড স্থাপন, লিফলেট ও পোস্টার বিতরণের মাধ্যমেও জনগণকে সচেতন করে তোলা হচ্ছে। মাদকের অবৈধ পাচার রোধকল্পে ভারত, মায়ানমার, যুক্তরাষ্ট্রসহ বিভিন্ন দেশ ও **UNODC** সহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থার সাথে সরকার একযোগে কাজ করে যাচ্ছে।

মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার ও অবৈধ পাচারবিরোধী আন্তর্জাতিক দিবস উপলক্ষ্যে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর কর্তৃক গৃহীত সকল কর্মসূচি সফল হোক-এ কামনা করছি।

জয় বাংলা

মোঃ আবদুল্লাহ আল মাসুদ চৌধুরী

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর ও মাদকবিরোধী কার্যক্রম

মানবসৃষ্ট যে সকল সমস্যা বিশ্ব মানবতার বিরুদ্ধে চ্যালেঞ্জ হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে মাদক সমস্যা তার মধ্যে অন্যতম। মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার ও পাচার রোধে বিশ্ব সম্প্রদায়ের সাথে বাংলাদেশও একাত্মতা ঘোষণা করে ঐক্যবদ্ধ ও সমন্বিত প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। দেশের যুব সমাজকে মাদকাসক্তি থেকে মুক্ত রাখার প্রত্যয়ে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ঘোষিত মাদকের বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্স (**Zero Tolerance**) নীতি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরসহ সকল আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী নিরলসভাবে কাজ করছে।

১৯৮৮ সাল থেকে ২৬ জুন জাতিসংঘ ঘোষিত 'মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার ও অবৈধ পাচারবিরোধী আন্তর্জাতিক দিবস' বিশ্বব্যাপী পালিত হয়ে আসছে। মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর দিবসটি পালনের জন্য প্রতি বছরের মতো এবারও বিভিন্ন কর্মসূচি হাতে নিয়েছে। তন্মধ্যে জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় ক্রোড়পত্র প্রকাশ অন্যতম। জাতিসংঘ এ বছরে দিবসটির প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করেছে "**People first: stop stigma and discrimination, strengthen prevention**"। যার ভাবানুবাদ করা হয়েছে : মানুষই মুখ্য। মাদককে না বলুন, শক্তিশালী প্রতিরোধ গড়ে তুলুন।

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের ভিশন ও মিশন

ভিশন : মাদকাসক্তিমুক্ত বাংলাদেশ গড়া।

মিশন : দেশে মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার ও অবৈধ পাচাররোধে এনফোর্সমেন্ট ও আইনি কার্যক্রম জোরদার, মাদকবিরোধী জনসচেতনতা সৃষ্টি এবং মাদকাসক্তদের চিকিৎসা ও পুনর্বাসন নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে পর্যায়ক্রমে দেশে মাদকের অপব্যবহার কমিয়ে আনা।

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের কার্যক্রম ৩টি দৃষ্টিকোণ থেকে পরিচালিত হয়ে থাকে। যথা ঃ

ক) চাহিদা হ্রাস (**Demand Reduction**)
খ) সরবরাহ হ্রাস (**Supply Reduction**)
গ) ক্ষতি হ্রাস (**Harm Reduction**)

ক) চাহিদা হ্রাস ঃ

মাদকের চাহিদা হ্রাসের লক্ষ্যে পরিচালিত মাদকবিরোধী নিরোধ শিক্ষামূলক গতানুগতিক প্রচার কার্যক্রমের পরিবর্তে দেশব্যাপী সমন্বিত কর্মপরিকল্পনা প্রনয়ণ ও বাস্তবায়ন করছে।

সমন্বিত কর্মপরিকল্পনা (Comprehensive Action Plan) :

দেশকে মাদকের ভয়াবহ আগ্রাসন থেকে রক্ষার জন্য মাদকবিরোধী গণসচেতনতামূলক প্রচার কার্যক্রম আরো জোরদার করা, সমন্বিত ও ফলপ্রসূ উপায়ে যৌথ অভিযান পরিচালনা এবং মাদকাসক্ত ব্যক্তিদের চিকিৎসার আওতায় আনার লক্ষ্যে প্রথমবারের মতো একটি সমন্বিত কর্মপরিকল্পনা (Comprehensive Action Plan) প্রনয়ণ করা হয়েছে। প্রণীত পরিকল্পনার সফল বাস্তবায়নে বিভাগ, জেলা, উপজেলা, ইউনিয়ন ও ওয়ার্ড পর্যায়ে সংশ্লিষ্ঠদের নিয়ে কর্মশালা আয়োজন করে Need based কর্মপরিকল্পনা চূড়ান্ত করে তা বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

জনসচেতনতায় ব্যাপকভিত্তিক কার্যক্রম ও সব শ্রেণি-পেশার মানুষকে সম্পৃক্ত করা :

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর ২০১৬ সাল হতে সারাদেশে ধারাবাহিকভাবে ব্যাপক পরিসরে মাদকবিরোধী জনসচেতনতামূলক প্রচার কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। মাননীয় মন্ত্রী, সংসদ সদস্য, শিক্ষক, জনপ্রতিনিধি, মিডিয়া ব্যক্তিত্ব, শিক্ষা ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানসহ সব শ্রেণি-পেশার মানুষকে এতে সম্পৃক্ত করা হয়েছে। নানা ধরনের কর্মসূচির সাথে মাদকবিরোধী উঠান বৈঠক, গণস্বাক্ষর সংগ্রহ, বিতর্ক প্রতিযোগিতা, গোলটেবিল বৈঠক, রচনা ও চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা, জুমার নামাজের খুতবার আগে মাদকবিরোধী বয়ানের মতো ব্যতিক্রমধর্মী কর্মসূচি এতে অন্তর্ভুক্ত ছিল। এছাড়া ভিন্ন আঙ্গিকে টিভি মিডিয়ায় মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার রোধকল্পে মাদকবিরোধী সচেতনতা বৃদ্ধি বিষয়ক স্বল্প বিজ্ঞাপন/টিভিসি/এলশেপ-পপআপ টিভিসি নিয়মিত প্রচার করা হচ্ছে।

খ) সরবরাহ হ্রাস ঃ

মাদকদ্রব্যের সরবরাহ হ্রাসের ক্ষেত্রে অধিদপ্তরের অপারেশনস্‌ ও গোয়েন্দা অধিশাখার তত্ত্বাবধানে সারাদেশে মাদক অপরাধীদের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা, অবৈধ মাদকদ্রব্য আটক, মামলা রুজু, অপরাধীদের বিরুদ্ধে তদন্ত পরিচালনা, বিজ্ঞ আদালতে অভিযোগ পত্র দাখিল ও সাক্ষ্য প্রদান, মোবাইল কোর্ট পরিচালনা ইত্যাদি কার্যক্রম পরিচালিত হয়ে থাকে।

২০১৮-২০২২ সাল পর্যন্ত মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর কর্তৃক দায়েরকৃত মামলা ও গ্রেফতারকৃত আসামীর পরিসংখ্যান ঃ

সাল	অভিযান	মামলা	গ্রেফতার	সাজাপ্রাপ্ত আসামী
২০১৮	১৩,৮২২ টি	৬,৭৭৬ টি	৬,৮৬৬ জন	৬,৮৬৬ জন
২০১৯	১৮,৪২৪ টি	৯,৪৪৪ টি	৯,৪৮৪ জন	৯,৪৮৪ জন
২০২০	২৩,১৯৩ টি	১০,৪৭১ টি	১০,৪৯৮ জন	১০,৪৯৮ জন
২০২১	২৮,৫০৬ টি	১২,১৪৭ টি	১২,১৭২ জন	১২,১৭২ জন
২০২২	৩৩,৩৯২ টি	১৫,১৭০ টি	১৫,২১১ জন	১৫,২১১ জন

গ) ক্ষতি হ্রাস ঃ

মাদকাসক্তদের সুচিকিৎসার মাধ্যমে সুস্থ ও স্বাভাবিক জীবনধারায় ফিরিয়ে আনার জন্য চিকিৎসা গ্রহণে উৎসাহিত করা হয়ে থাকে। মাদকাসক্ত নাগরিকদের চিকিৎসা সেবাদানের কার্যক্রম সরকারের একটি জনকল্যাণমূলক কর্মসূচি হিসেবে পরিগণিত। মাদকাসক্ত রোগীদের সরকারিভাবে চিকিৎসার জন্য মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের অধীনে ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী ও খুলনা বিভাগীয় শহরে ৪টি মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র রয়েছে, যাতে বর্তমান বেড সংখ্যা ১৯৯টি। মাদকসেবীদের স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনতে সরকারি উদ্যোগের পাশাপাশি মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর বেসরকারি পর্যায়েও মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র পরিচালনার লাইসেন্স প্রদান করে আসছে। এ পর্যন্ত মোট ৩৫৭টি নিরাময় কেন্দ্রের অনুকূলে লাইসেন্স প্রদান করা হয়েছে, যেখানে বেড সংখ্যা ৪৮১৬ টি।

মাদকাসক্তদের চিকিৎসার গাইডলাইন তৈরি : দেশে ইতোপূর্বে মাদকাসক্তদের চিকিৎসার জন্য কোন সুনির্দিষ্ট গাইডলাইন ছিল না। মাদকাসক্তদের চিকিৎসার সুনির্দিষ্ট গাইডলাইন থাকা জরুরী বিবেচনায় মাদকাসক্তদের চিকিৎসার পদ্ধতি সম্পর্কে জাতীয় গাইডলাইন তৈরীর জন্য একটি কারিগরি কমিটি করা হয়েছে। ইতোমধ্যে উক্ত কমিটি বিভিন্ন স্টেকহোল্ডারদের সাথে কর্মশালা ও সভা করে গাইডলাইনের খসড়া চূড়ান্ত করে, যা সুরক্ষা সেবা বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে।

বেসরকারি মাদকাসক্তি নিরাময় ও পুনর্বাসন কেন্দ্রের মনিটরিং কার্যক্রম: বেসরকারি মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রগুলোর কার্যক্রম মনিটরিং করার জন্য গঠিত বিভাগ ও জেলা পর্যায়ে মনিটরিং কমিটি নিরাময় কেন্দ্রসমূহ নিয়মিত মনিটরিং করছে।

বিশ্বমানের নিরাময় কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ : মাদকাসক্ত ব্যক্তিদের সঠিক পরিসংখ্যান নির্ণয়ের জন্য মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর হতে একটি জরিপ কার্যক্রম পরিচালিত হয়েছিল। সে অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে আধুনিক সুযোগ সুবিধা সম্বলিত বিশ্বমানের নিরাময় কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার জন্য অধিদপ্তর কাজ করে যাচ্ছে।

কেন্দ্রীয় মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র (সিটিসি) আধুনিকীকরণ : ঢাকার তেজগাঁও কেন্দ্রীয় মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রকে আধুনিকীকরণ ও সম্প্রসারণের লক্ষ্যে ১৬২.৩৪ কোটি টাকা ব্যয়ে ২৫০ শয্যার নতুন প্রকল্প গ্রহণ করে তা বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। ঢাকা ব্যতীত অপর ০৭ টি বিভাগীয় শহরে সরকারিভাবে ২০০ শয্যার মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

মাদক নির্মূলে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর কর্তৃক গৃহীত উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপসমূহ ঃ

- মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরকে ঢেলে সাজিয়ে শক্তিশালী করার লক্ষ্যে বিশ্বমানের ক্রিমিনাল ডাটা ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম চালুকরণ, মোবাইল ট্র্যাকার স্থাপন, মাদক সনাক্তকরণ যন্ত্রপাতি ক্রয়, নৌ-ইউনিট স্থাপন, ডগ স্কোয়াড ইউনিট স্থাপন, ডিজিটাল ফরেনসিক ইনভেস্টিগেশন ল্যাব স্থাপনের মতো গুরুত্বপূর্ণ পরিকল্পনা হাতে নেয়া হয়েছে।
- মিয়ানমার হতে টেকনাফ হয়ে বাংলাদেশে ইয়াবার অনুপ্রবেশ, নৌপথে নাফ নদী, বঙ্গোপসাগর এবং সড়কপথে পাহাড়ী ৪৬.৫ কিলোমিটর সীমান্ত হয়ে ইয়াবার অনুপ্রবেশ রোধকল্পে গঠিত টেকনাফ বিশেষ জোন মাদক নির্মূলে বর্তমান সময়ে গুরত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। টেকনাফ এলাকায় মাদক অপরাধ নিয়ন্ত্রণে দ্রুত যোগাযোগের জন্য একটি টাওয়ার স্থাপন করা হয়েছে। উল্লেখ্য, প্রতিবেশী দেশ থেকে আমাদের দেশে যাতে মাদক অনুপ্রবেশ করতে না পারে সে লক্ষ্যে ২০০৬ সালে ভারতের সাথে ও ১৯৯৪ সালে মিয়ানমারের সাথে ০২ টি দ্বিপাক্ষিক চুক্তি সাক্ষরিত হয়। অতঃপর ভারতের সাথে ০৭টি ও মিয়ানমারের সাথে ০৫ টি দ্বিপাক্ষিক সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এছাড়াও **UNODC** কর্তৃক প্রদত্ত ০৪ (চার)টি স্পিডবোট নাফ নদীতে সার্বক্ষণিক টহলের মাধ্যমে গুরত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।
- সরকারের নির্বাচনি ইশতেহার অনুযায়ী বেসরকারি মাদকাসক্তি নিরাময় ও পুনর্বাসন কেন্দ্রগুলোর জন্য অনুদান হিসেবে ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে ২.৫ কোটি টাকা বরাদ্দ পাওয়া গেছে, যা ইতোমধ্যে ৮২ টি বেসরকারি নিরাময় কেন্দ্রের অনুকূলে বিতরণ করা হয়েছে।
- মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০১৮ (সংশোধিত-২০২০) সময়োযোগী করে প্রণীত হয়েছে এবং আইনটি ২৭ ডিসেম্বর, ২০১৮ তারিখ হতে কার্যকর হয়েছে। ইয়াবা ব্যবসায়ী ও পৃষ্ঠপোষকদের বিরুদ্ধে এ আইনে সর্বোচ্চ শাস্তি মৃত্যুদন্ডের বিধান রাখা হয়েছে। এ আইনের আওতায় মোবাইল কোর্টের পরিধি বৃদ্ধি করা হয়েছে।
- অনলাইনে মাদক কেনা-বেচা, ফেসবুকসহ অন্যান্য সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে মাদকের ব্যবসা, ডার্ক ওয়েব ও ক্রিপ্টোকারেন্সী ব্যবহারের মাধ্যমে মাদক ব্যবসায়ীদের কার্যক্রম প্রতিহত করার জন্য সাইবার ইউনিট প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।
- দেশের ০৪ টি বিভাগীয় শহরে (চট্টগ্রাম, রাজশাহী, বরিশাল ও সিলেট) টেস্টিং ল্যাবরেটরি স্থাপন শীর্ষক প্রকল্পের কাজ সমাপ্ত হয়ে কার্যক্রম চলমান রয়েছে।
- অধিদপ্তর মাদক নিয়ন্ত্রণের পাশাপাশি লাইসেন্স ও পারমিট প্রদানের মাধ্যমে প্রত্যক্ষভাবে রাজস্ব আদায় করে থাকে। বর্তমান অর্থবছরের (২০২২-২০২৩) মে মাস পর্যন্ত মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর ১১৮,৬৪,৫১,৪১৪/-(একশত আঠারো কোটি চৌষট্টি লাখ একান্ন হাজার চারশত চৌদ্দ) টাকার রাজস্ব আয় করে সরকারী কোষাগারে জমা করেছে।

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের চ্যালেঞ্জ ঃ

- প্রতিনিয়ত নিত্যনতুন মাদকের আবির্ভাব ঘটছে। কিটামিন, ক্রিস্টাল মেথামফিটামিন (আইস) ও এলএসডি এর অনুপ্রবেশ নিয়ে সৃষ্টি হয়েছে নতুন ভাবনা। মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের বিভিন্ন গবেষণা সেল ভয়ঙ্কর এ মাদক ঠেকাতে এবং প্রতিবেশী দেশগুলোর সঙ্গে বিশাল সীমান্তবর্তী এলাকা হয়ে মাদকদ্রব্যের অনুপ্রবেশ রোধের কৌশল নিয়েও কাজ করছে।
- এনফোর্সমেন্টের দায়িত্বে নিয়োজিত সীমিত সংখ্যক নিরস্ত্র জনবল দ্বারা মাদক অপরাধ দমন, মাদক অপরাধ দমনে আধুনিক প্রযুক্তিগত জ্ঞান ও দক্ষতার সীমাবদ্ধতা, আধুনিক যন্ত্রপাতি ও মোবাইল ট্রাকিং সুবিধা না থাকা, যানবাহনের স্বল্পতা ইত্যাদি এই অধিদপ্তরের জন্য বড় চ্যালেঞ্জ।
- মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর তথা দেশবাসীর জন্য বর্তমানে অন্যতম বড় চ্যালেঞ্জ হচ্ছে ইয়াবা নামক মাদকটির প্রসার রোধ করা।

সর্বোপরি, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর বৈধ মাদক নিয়ন্ত্রণে এবং অবৈধ মাদক নির্মূলে দেশের বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি সংস্থার পাশাপাশি জাতিসংঘসহ অন্যান্য আন্তর্জাতিক সংস্থার সাথে নিবিড় কর্ম-সম্পর্কের মাধ্যমে জাতীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে মাদকবিরোধী কার্যক্রম পরিচালনা করে যাচ্ছে।

মোঃ মাসুদ হোসেন
পরিচালক (নিরোধ শিক্ষা, গবেষণা ও প্রকাশনা)
মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর।

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

মুজিব শতবর্ষ MUJIB 100

প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

প্রতি বছরের ন্যায় এবারও বাংলাদেশে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের উদ্যোগে মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার ও অবৈধ পাচারবিরোধী আন্তর্জাতিক দিবস-২০২৩ পালন করা হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। বিশ্বকে মাদকমুক্ত করার অঙ্গীকার নিয়ে ১৯৮৭ সালের ৭ ডিসেম্বর জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে ২৬ জুন মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার ও অবৈধ পাচারবিরোধী আন্তর্জাতিক দিবস ঘোষণা করা হয়। সেই থেকে এই দিবসটি প্রতিবছর যথাযথ গুরুত্বের সঙ্গে বিশ্বব্যাপী পালিত হয়ে আসছে। আমি বাংলাদেশে এ দিবসটি উদযাপনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

ভৌগোলিক অবস্থানগত দিক থেকে বিশ্বের বৃহৎ মাদকবলয় হিসেবে চিহ্নিত "গোল্ডেন ট্রায়াঙ্গেল" ও "গোল্ডেন ক্রিসেন্ট" এর মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান হওয়ায় মাদক উৎপাদনকারী দেশ না হওয়া সত্ত্বেও মাদকের অপব্যবহার ও অবৈধ পাচারের জন্য আমাদের দেশ খুবই ঝুঁকিপূর্ণ। বাংলাদেশ বিশ্বের বুকে উদীয়মান অর্থনৈতিক শক্তি হিসেবে বিকশিত হচ্ছে। ইতোমধ্যে, আমরা স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশে উন্নীত হওয়ার সকল যোগ্যতা অর্জন করেছি। এ অর্জনের ক্ষেত্রে দেশের যুব সমাজ মূল চালিকা শক্তি হিসেবে ভূমিকা পালন করছে। বিশ্বের দরবারে বাংলাদেশকে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে হলে যুবসমাজকে মাদকের অপব্যবহার থেকে দূরে রাখার কোন বিকল্প নেই।

আওয়ামী লীগ সরকার অবৈধভাবে মাদক পাচার এবং মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার রুখতে বদ্ধপরিকর। তাই আমরা জঙ্গিবাদ ও সন্ত্রাস দমনের পাশাপাশি মাদকের বিরুদ্ধেও 'জিরো টলারেন্স' নীতি প্রয়োগ করে যাচ্ছি। দেশের শিক্ষা কারিকুলামে মাদক সংক্রান্ত বিজ্ঞান ভিত্তিক বিষয়াবলী অন্তর্ভুক্ত করে ছাত্র-ছাত্রীদেরকে মাদকের অপব্যবহার সম্পর্কে সচেতন করতে বাস্তবধর্মী কর্মসূচি নিয়েছি। পাশাপাশি ইতোমধ্যে মাদকাসক্ত হয়ে পড়া তরুণদের সুস্থ জীবনধারায় ফিরিয়ে নিয়ে আসতে সরকারি ও বেসরকারি মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রগুলোর চিকিৎসা ব্যবস্থা জোরদার করা হয়েছে। আমরা সরকারি মাদক নিরাময় কেন্দ্রগুলোর সম্প্রসারণ ও আধুনিকীকরণ করে দিচ্ছি। তাছাড়া, বেসরকারি নিরাময় কেন্দ্রসমূহকে সরকারি অনুদান প্রদানের মাধ্যমে উৎসাহিত করছি এবং তাদেরকে প্রশিক্ষণের আওতায় এনে সেবা প্রদান ব্যবস্থাপনা আরো কার্যকর করছি।

আমি মাদকাসক্তদের চিকিৎসা ও পুনর্বাসনের জন্য সরকারের পাশাপাশি সমাজের সর্বস্তরের মানুষকে এগিয়ে আসার জন্য আহ্বান জানাই। আমার বিশ্বাস, রাজনৈতিক প্রতিশ্রুতি, সামাজিক দায়বদ্ধতা, পারিবারিক ও ধর্মীয় মূল্যবোধ প্রতিপালনের মাধ্যমে দেশ থেকে মাদকের অপব্যবহার এবং অবৈধভাবে মাদকদ্রব্য পাচার নির্মূল করা সম্ভব। আমরা মাদক মুক্ত সুস্থ জীবনের অধিকারী তরুণ প্রজন্মের উদ্ভাবনী শক্তি এবং কর্মদক্ষতাকে কাজে লাগিয়ে ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত, সমৃদ্ধ ও আত্মমর্যাদাশীল 'স্মার্ট বাংলাদেশ' গড়ে তুলতে সক্ষম হবো ইনশাআল্লাহ।

আমি মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার ও অবৈধ পাচারবিরোধী আন্তর্জাতিক দিবস উপলক্ষ্যে গৃহীত সকল কর্মসূচির সার্বিক সফলতা কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

শেখ হাসিনা

সভাপতি
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার ও অবৈধ পাচারবিরোধী আন্তর্জাতিক দিবস উপলক্ষ্যে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর থেকে সুভেনির ও ক্রোড়পত্র প্রকাশের উদ্যোগকে আমি স্বাগত জানাই। মাদকের অপব্যবহার ও অবৈধ পাচার বিশ্বের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সমস্যাগুলোর মধ্যে অন্যতম। মাদকের সাথে রয়েছে হত্যা, ধর্ষণ, সন্ত্রাস, চাঁদাবাজি এবং সশস্ত্র সংঘাতের মত মারাত্মক সব অপরাধের নিবিঢ় যোগসূত্র। মাদকের কারণে অবৈধ অর্থের ছড়াছড়িতে সারাবিশ্বের অর্থনীতি, রাজনীতি এবং সমাজ-সংসার বিপর্যস্ত হচ্ছে। বিশ্বকে মাদকের অভিশাপ থেকে মুক্ত করতে এবং উন্নতির গতি অব্যাহত রাখতে সকল দেশ আজ সংকল্পবদ্ধ। মাদকের ভয়াবহতা থেকে মানব জাতিকে রক্ষা করার লক্ষ্যে জাতিসংঘ সর্বাত্মক প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে। মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার ও অবৈধ পাচারবিরোধী আন্তর্জাতিক দিবস পালন এ সংকল্পেরই প্রতিফলন। বাংলাদেশেও দিবসটি অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে পালিত হতে যাচ্ছে।

বর্তমান গণতান্ত্রিক সরকার একটি সুস্থ, সুন্দর, দারিদ্র মুক্ত ও উন্নত-স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ে তোলার লক্ষ্যে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। আমাদের দেশে অবৈধ মাদকের ব্যবহার ও বিস্তার ভয়াবহ আকার ধারণ করেছিল। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার কঠোর নির্দেশনার প্রেক্ষিতে সময়োপযোগী পদক্ষেপ গ্রহণের ফলে মাদকের অপব্যবহার ও ভয়াবহ বিস্তার অনেকাংশে হ্রাস পেয়েছে।

শুধুমাত্র আইনের প্রয়োগ নয় বরং মাদক নির্মূলে সচেতনতা ও জনসম্পৃক্ততা প্রয়োজন। তাই জনগণের মধ্যে ব্যাপক জনসচেতনতা সৃষ্টি করে সামাজিক আন্দোলনের মাধ্যমে মাদকাসক্তিমুক্ত বাংলাদেশ গড়ে তোলার কোন বিকল্প নেই। মাদক সমস্যার ভয়াবহতা নিজে অনুধাবন করা এবং অন্যকে অনুধাবনে অনুপ্রাণিত করার মধ্যে দিবসটি পালনের সার্থকতা নিহিত। মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার ও অবৈধ পাচারবিরোধী আন্তর্জাতিক দিবস সারাদেশে সার্থকভাবে পালন এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা ঘোষিত উন্নত-স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ে তোলার মাধ্যমে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা বিনির্মাণে সবাইকে নিজ নিজ ক্ষেত্রে যথোপযুক্ত অবদান রাখার জন্য আমি উদাত্ত আহবান জানাচ্ছি।

আমি এ দিবস উপলক্ষ্যে আয়োজিত সকল কর্মসূচির সার্বিক সফলতা কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

বেনজীর আহমদ

মহাপরিচালক
মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর
সুরক্ষা সেবা বিভাগ
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার ও অবৈধ পাচারবিরোধী আন্তর্জাতিক দিবসটি পৃথিবীর মানুষের জীবনের সুরক্ষা এবং সুস্থতার বিষয়ে সচেতনতা তুলে ধরে। বিশ্বব্যাপী মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার ও অবৈধ পাচারের বিরুদ্ধে ব্যাপক জনসচেতনতা সৃষ্টি, জনমত গঠন ও সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে জাতিসংঘের উদ্যোগে ১৯৮৮ সাল হতে প্রতি বছর এই দিবসটি পালিত হচ্ছে। মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার ও এর অবৈধ পাচার বন্ধে প্রতিবছরের ন্যায় এ বছরও আন্তর্জাতিক এ দিবসটি যথাযোগ্য মর্যাদায় সারাদেশে পালন করা হচ্ছে। মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার ও অবৈধ পাচার বিশ্বের অন্যান্য দেশের মত বাংলাদেশের জন্যও একটি ভয়াবহ সমস্যা। মাদক শুধু ব্যক্তি জীবনকেই ধ্বংস করে না, ধ্বংস করে পরিবার এবং সমাজে সৃষ্টি করে বিশৃঙ্খলা। তারুণ্যের বিকাশ এবং যৌবনের অসীম উদ্যম ও অদম্য শক্তি মাদকের করাল গ্রাসে হয় নিঃশেষিত। বর্তমান সময়ে মাদকাসক্তি একটি জটিল ও বহুমাত্রিক সমস্যা হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে।

মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার ও অবৈধ পাচাররোধে বর্তমান সরকার দৃঢ় প্রতিজ্ঞ এবং এ বিষয়ে "জিরো টলারেন্স" নীতি গ্রহণ করেছে। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ১৮(১) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী বর্তমান সরকার মাদকাসক্তি মুক্ত, সুস্থ ও সুন্দর বাংলাদেশ গড়তে ঐকান্তিক প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। জাতীয় শিক্ষানীতি-২০১০, ৮ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা, রূপকল্প-২০২১, এসডিজি এবং একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন-২০১৮ এর নির্বাচনি ইশতেহারে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণের বিষয়ে গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর নোডাল এজেন্সি হিসেবে মাদক নিয়ন্ত্রণে সকল আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারীবাহিনী, অন্যান্য সরকারি দপ্তর ও সংস্থা এবং জেলা ও উপজেলা প্রশাসনের সমন্বয়ে আন্তরিকতার সাথে প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন ও এ সংক্রান্ত বিধি-বিধানকে যুগোপযোগী করা হয়েছে।

মাদক সমস্যা একটি বৈশ্বিক সমস্যা। তাই বাংলাদেশ মাদক উৎপাদনকারী দেশ না হলেও ভৌগোলিক অবস্থানের কারণে মাদক পাচারের রুট হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। মাদক সমস্যা নিরসনের লক্ষ্যে বাংলাদেশ পার্শ্ববর্তী দেশ ভারত ও মায়ানমারের সাথে দ্বিপাক্ষিক চুক্তি স্বাক্ষর করেছে এবং চুক্তি অনুযায়ী দেশ দুটির সাথে নিয়মিত বৈঠকও অনুষ্ঠিত হচ্ছে। পাশাপাশি বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ফোরামেও বাংলাদেশ মাদকের বিরুদ্ধে কার্যকর ভুমিকা পালন করছে।

মাদক সমস্যা নিরসনে সরকারি উদ্যোগে আইন প্রয়োগের পাশাপাশি প্রয়োজন জনসচেতনতা সৃষ্টি করে সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলা। মাদকাসক্তদের চিকিৎসা ও পুনর্বাসনের জন্য সমাজের সকলকেই এগিয়ে আসতে হবে। সকলের সমন্বিত প্রয়াসেই সম্ভব মাদকাসক্তি মুক্ত বাংলাদেশ গড়ে তোলা।

আমি এ দিবস উপলক্ষ্যে গৃহীত সকল কর্মসূচির সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা

মোঃ আবদুল ওয়াহাব ভূঞা